ছড়া দিলাম
ছ..ড়ি..য়ে

4'4



৯৪৬

সুকমল দাশগুপ্ত

ছড়া দিলাম ছড়িয়ে

সুকমল দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

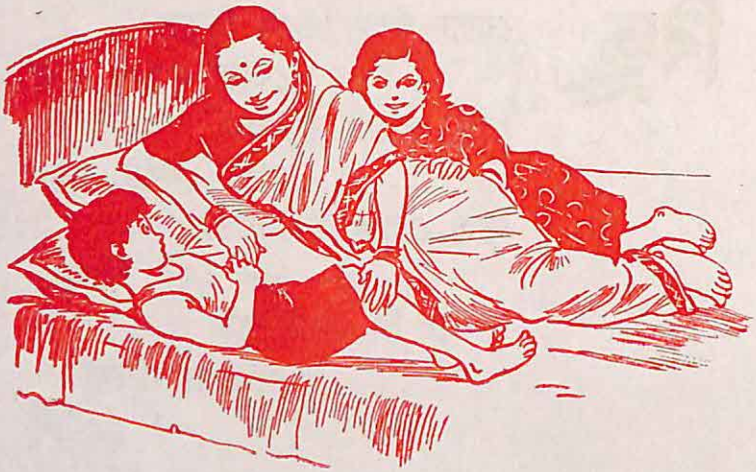
		পৃষ্ঠা
১।	বিচ্ছু	৩
২।	ভাগের মা	৪
৩।	ছাগল	৬
৪।	আজগুবি	৮
৫।	ফুংস্থং	১০
৬।	বোম্বেটে ছেলে	১১
৭।	পক্ক	১২
৮।	দস্যি	১৪
৯।	হাসি	১৬
১০।	বোকা	১৮
১১।	নতুন দাঁত	১৯
১২।	টানাটানি	২০
১৩।	দুষ্টু ছেলে	২২
১৪।	ছড়া দিলাম ছড়িয়ে	২৪

বিচ্ছু

রোদে জলে ভিজে ভিজে
খোকা হ'লো শক্ত
হাড় ভাঙে ফুটবলে
মাথা ফেটে রক্ত।
ভুত, প্রেত, ডাকাতের
ভয় নেই কিচ্ছু
বাপরে কি ডানপিটে
বাঙলার বিচ্ছু।



জঙ্গলে কি যে আছে
সিংহে কি ব্যাঘ্রে—
ওই বুঝি টেনে আনে
শীগ্‌গির দ্যাখ্‌রে!
ভয় নেই পাহাড়েতে
ভয় নেই গর্তে
লেখা পড়া ক'রতেই
ভয় শুধু মর্ত্যে।



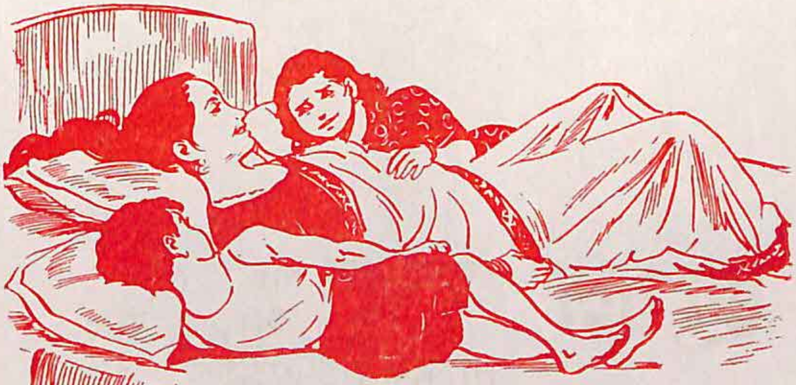
ভাগের মা

খোকা—

দিদির দিকেই পাশটি ফিরে
ঘুমিয়ে ছিলে মা'গো,
ভোরের বেলায় এদিক ঘুরে
বললে আমায়—"জাগো"!
হিংসুটে ওই দিদি টা তো
থাকবে তোমায় ঘেঁসে
আমি কি'মা মিথ্যে এলাম
বানের জলে ভেসে।

খুকু—

আমার দিকেই শুয়েছিলে
যেই বুজেছি চোখ
ওমনি বুঝি খোকার দিকে
ফেরার হোলো ঝোঁক।
সব দেখেছি, খোকার চোখে
যেই এসেছে ঘুম
চুপি চুপি আদর ক'রে
ওমনি খেলে চুম।



মা—

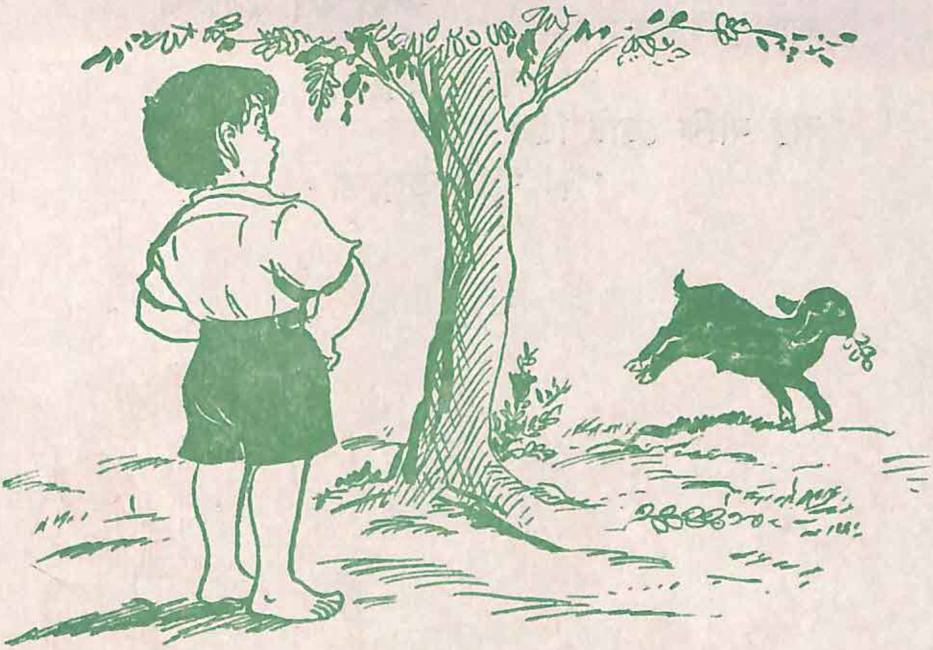
এবার থেকে দুই জনেরই
হবেই জেনো জিৎ
ফিরবো না-আর এপাশ ওপাশ
থাকবো শুয়ে চিৎ।



ছাগল

সজনের ডাল খায়
ছাগলের বাচ্চা
গদা বলে দাঁড়া তোকে
ঠিক করি আচ্ছা।
কাঁচা কাঁচা পাতা খাস
ছাগলের বুদ্ধি
কানমলা খেলে হবে
মগজের শুদ্ধি।
মা-কি তোর ফাঁকি ছ্যায়—
করে না-কি রান্না ?
দূর বোকা, কথা শুনে
পেল বুঝি কান্না !

"ম্যা ম্যা" ক'রে দূরে যাস্—
ক'রছি যে ঠাট্টা,
ওই দ্যাখো, দৌড়স্—
মেরে দেবো গাঁট্টা।
একেবারে পাঁঠা তুই
মুখ্যু যে আস্তো
পাতা খাস, খাতা খাস,
খেতে তবু পাস্ তো !



ডাল, ভাত, তরকারি
যারা করে রান্না
হাঁড়ি তার খালি থাকে
খেতে কিছু পান না।



আজগুবি

আজগুবি যত সব
কথা বলো উল্‌টো,
দাদু নাকি ছোট ছিল
পড়া খালি ভুল্‌তো ?





দিদিমা সে এতটুকু
কাঁদুনি সে কন্যা
পাঠশালে ঠাকুমার
চোখে ছিল বন্যা।

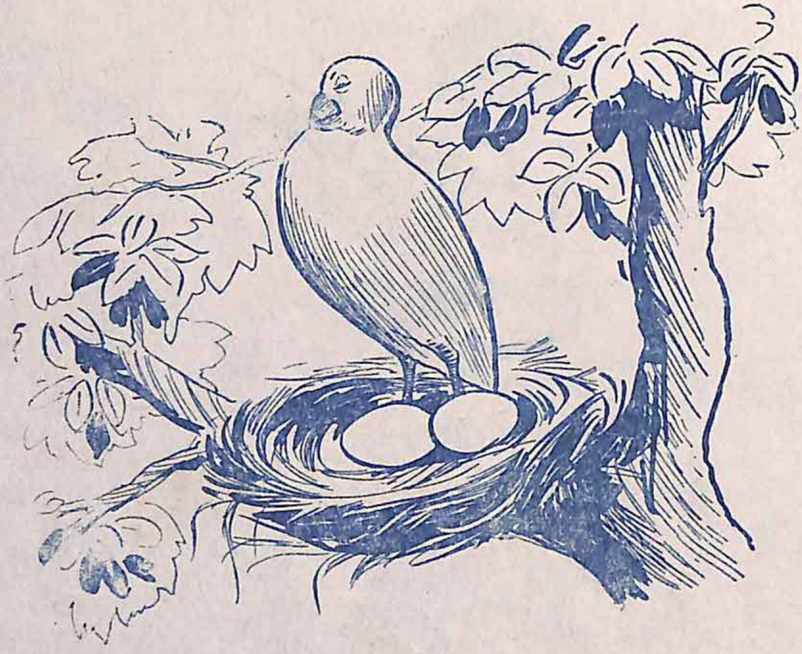


মার নাম খুকী ছিল
খেতো দুধ চুক্ চুক্,



পিসী না-কি ফ্রক পরা
রাঙা ছিল টুক্ টুক্।

আজগুবি কথা সব
উদ্ভুটে মিথ্যে,
বড়রা কি ছোট থাকে—
পারলে না জিত্তে।



ফুংসুং

হং কং এ বাড়ী তার
রং চং এ পাখী
ফুংসুং নাম তার
কিংশুক আঁখি।

এক চোখ টানা তার
এক চোখ কানা
ডানা নেই—উড়ে যেতে
নেই তার মানা।

ডিম তার বিদ্ঘুটে
তেতো যেন নিম
তাই নিয়ে ফুং সুং
খায় হিম্শিম্।

বোম্বেটে ছেলে

হৈ হৈ হুল্লোড় রদ্দুরে যাস্ না
যাবি যদি কক্‌খোনো ঘেমে জল খাস্ না।
এই ত্যাখো—ঘুঁসো ঘুঁসি
ফোঁস্ ফোঁস্ ফুঁসো ফুঁসি
ছট্ ফটে্ চোখ তুলে কট্ মটে চাস্ না।



বিচ্ছিরি মুখ ক'রে
ভ্যাং চানো—নাস্তি
ল্যাংচালে পাবি তুই
চ্যাং দোলা শাস্তি।
খালি গায় লাফালাফি
মার খেলে দাপা দাপি
বোম্বেটে ছেলে গুলো
বল্ দেখি চাস্ কি !!



পঙ্ক

বাপ্‌রে কি পাকা মেয়ে
ওইটুকু খুকী টা
সামলিয়ে চলে সেতো
সংসার ঝুঁকি টা।
ঘুম থেকে উঠে তার
নেই কোনো কান্না
কাগজের কুচি কেটে
লুচি করে রান্না।
ডাল, ভাত, তরকারি
বেগুনের চাট্‌নি
পাতা ছিঁড়ে রাঁধে কত
বাপ্‌রে কি খাট্‌নি।
ধূলো হ'লো জাফ্‌রাণ
পোলাও এর হাঁড়িতে
হলুদের কাদা দাগ
ক্ষুদে তার শাড়ীতে।

কিছু যদি বাদ যায়
ভুরু যাবে কুঁচকে
দাদা বলে—"কাজে বুড়ি
বয়সেতে পুচ্‌কে।"
তাড়া দিলে বলে খুকু ঃ
"যাচ্ছি কি পালিয়ে
ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ ক'রে খেলে
হাড়ে মাসে জ্বালিয়ে।"



মেয়েটার বিয়ে হবে
ন্যাকড়ার দেহ টি,
প্লাস্‌টিক্‌ বর তার
চেনো ভাই কেহ কি!
রবারের বোন গুলি
কোথা থেকে জুটলি,
মেয়েকে যে নিতে হবে
ননদের পুঁটলি।
কোনো কিছু বাদ নেই
সব আছে চিত্তে
মিছি মিছি ভাবে লোকে
আজগুবি মিথ্যে।



দস্যি

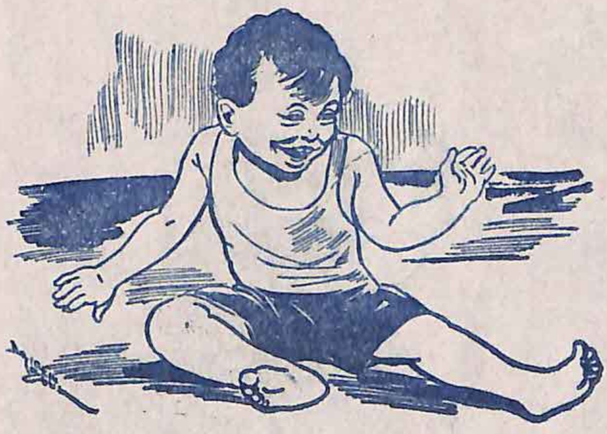
নাম না দিলে তোমরা বলো
যায় না তাকে বোঝা,
অমন ধারা দস্যি ছেলের
নাম দেওয়া কি সোজা ?

সকাল বেলায় চিৎকারে তার
হ'চ্ছে সবাই চিৎ—
ওই গেল যাঃ ভাঙলো বুঝি
পাকা বাড়ীর ভিৎ।

ভাবছো—"কেন কাঁপছে মেজে
কাঁপছে সারা ভূমি !"
এক্কেবারে গোবর ডাঙার
গুবরে পোকা তুমি।



দুধের বোতল শূন্যি হলো
যায়নি তবু খিদে,
মা ঠাকুমা হার মেনেছে
ক'রতে তাকে সিধে।



কান্নাতো নয়, রাগ যে ওটা
ফাটলো বুঝি বোমা,
আবার দেখো কাঁপছে বাড়ী
হাসছে খোকা—ওমা !!



হাসি

হাসো দেখি! হোলো নাতো,
আরও জোরে হাসো,
ওমা ওকি, মিছে কেন
খক্ খক্ কাসো!
বোম্বেটে হাসি জানো,
চম্‌কায় পিলে
হৈ হৈ হাসো দেখি
সব ক'টা মিলে।



ফিক্ ফিক্ হাসি জানো,
মিট্ মিটে হাসা?
ভাঙা দাঁতে খোকা হাসে
ভারি মিঠে খাসা।

মুখ ঢেকে খুকী হাসে—
শব্দটা চাপা
বড়দিদি হাসে ভাই
একেবারে মাপা।





দিদিমার হাসি পায়
খেলে দুধ ভাত
বেয়াদপি হাসি লাগে
ভারি উৎপাত।
ডানপিটে ছেলেদের
মন-খোলা হাসি
চুপি চুপি ব'লে রাখি
ভারি ভালবাসি।



বোকা

আমসত্ব নয়রে বোকা
দাদার শেলেট্ ওটা,
চেটে চেটেই শেষ ক'রলি
জিভটা যাবে গোটা।
এক পয়সার রবার যেন
সামনে কারি দাঁত
তার দেমাকেই মেজাজ ভারি
হ'চ্ছে বাড়ী মাত্।

আহা! আবার হাসির ছটা
রঙ্গ করিস কত,
আবার হাসে! এক ঝলকে
পড়ছে হীরে শত!
দাম দেবোনা ওসব হাসির
একেবারে ধোঁকা,
ভুলিয়ে আমায় চুমুটু নেবে—
ভাবছো আমি বোকা?

নতুন দাঁত

দুষ্টু জেঠুর গল্প শোনো ঃ
নয়কো মোটে ঠাণ্ডা
পাড়ার যত ক্ষুদে ডাকাত
সবার তিনি পাণ্ডা।
ভোর না হ'তেই ঘুমটি ভাঙে
চেঁচিয়ে ওঠেন রঙ্গে ;
পাল্লা দিয়ে হল্লা ক'রে
পারবে না তার সঙ্গে।
কান্নাকাটি নেইকো মোটে
রাগলে ফাটান কণ্ঠ—
সাজিয়ে রাখা ঘর বাড়ী যে
এক নিমেষে ঘণ্ট !



জেঠুর আমার দাঁত উঠেছে
সবার লাগে কম্প
কামড়ে দিয়েই হাসেন তিনি
আমরা যে দেই লম্ফ।



টানাটানি

দুই দলে টেনে ধরে
দড়িটা
ক্যাপটেন্ দেখে খালি
ঘড়িটা।

"রেডিনাউ" "ওয়ান টু"
"পুল্ হো"।
স'রলোনা কেউ এক
চুল ও।

দড়িটায় পড়ে খালি
টান টা।
টেনে টেনে গেল বুঝি
প্রাণ টা।

"আরও টান্" বলে জোরে
সাথীরা
দু'দিকেই চিম্‌সে
ও হাতীরা।

ভাগা ভাগি ক'রে আছে
দাঁড়িয়ে
পেছনেতে টানে হাত
বাড়িয়ে—



হায় হায় দড়ি ছিঁড়ে কুপোকাৎ
দুদলেই জিতে হলো ভুমি সাৎ।



দুষ্টু ছেলে

দুষ্টু ছেলে প'ড়তে ব'সে বই ছিঁড়েছে কাল
পেন্সিলেরই শিস্ ভেঙেছে খামচে খুকুর গাল।
দোয়াতটা সে উল্টে দিয়ে মাখলো কালির দাগ
মিথ্যে কেন দৌড়ে এসে তোমরা কর রাগ।

ঠাকুর ঘরে ডিমের খোসা কে ফেলেছে আজ?
ঠাকুর'মা সে বলেন হেসেঃ "দুষ্টু ছেলের কাজ।"
দাদুর ঘরে পাঁজির পাতায় আঁকলো কে সে ছবি?
ফোক্‌লা দাঁতে বলেন দাদু "শিল্পী বুঝি হ'বি"?

কি হবে সে কেউ জানে না, কি হ'লো তাই জানে
দুষ্টু ছেলে শিষ্ট হ'লে কষ্ট লাগে প্রাণে।

ছড়া দিলাম ছড়িয়ে

ছড়া দিলাম ছড়িয়ে
প'ড়লো সভায় গড়িয়ে
খোকন নিল' কুড়িয়ে
খুকুর মন জুড়িয়ে।
দেখছো কি-সব তাকিয়ে—
ভাবছো বুঝি ফাঁকি-এ !!
হৈ হৈ হৈ হোই ও !
পড়বো ছড়ার বই ও !!



আয় তোরা সব আয় না
মিথ্যে ধরিস বায়না।
রঙিন আলোর ঝল'কে
চোখ পড়েনা পলকে।



ঝাঁক্‌ড়া মাথা নাড়িয়ে
পাগলা খোকা দাঁড়িয়ে,
দাদুর গলা জড়িয়ে
দিচ্ছে ছড়া ছড়িয়ে।

ছড়া দিলাম ছড়িয়ে
পড়ার বই সরিয়ে।
ডিগ্‌বাজী খাই উল্‌টে
ছড়ার সুর ভুল্‌তে।
অন্য পড়ায় ভুলেছি
ছন্দ ছড়ায় দুলেছি
হৈ হৈ হৈ হোই ও
প'ড়বো পড়ার বই ও।

চিত্র শিল্পী

শ্রীধীরেন বল

প্রকাশক

শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক

শ্রীসুবীর মুখোপাধ্যায়

২৩, ইডেন হাসপাতাল রোড

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য—৪·০০